দৈনিক সংবাদ

JAN. 2 1 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেই সামনে এগোতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

❑ বুয়েটের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠান

সায়েম চৌধুরী সবুজ ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদেরকে বিশ্বের উন্নয়নের মূলধারায় টিকে থাকতে হবে। সীমিত সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর দেশের বিপুলসংখ্যক অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে পরিণত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল শনিবার বুয়েটের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমাবর্তন উপলক্ষে বিশেষ সাজে সজ্জিত বুয়েট ক্যাম্পাসে সমাবর্তন শোভাযাত্রা শুরু হয় সকাল ১০টা ১ মিনিটে। বুয়েট খেলার মাঠে সমাবর্তন প্যান্ডেলে ডিগ্রিধারী ও অতিথিবৃন্দের জন্য বেশ কয়েকটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে প্রদর্শিত হয় সমাবর্তন শোভাযাত্রা। সমাবর্তন গাউন পরিহিত বুয়েট শিক্ষকগণ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডিনগণ, সমাবর্তন বক্তা, শিক্ষামন্ত্রী, ভাইস চ্যান্সেলর এবং সবশেষে চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী প্যান্ডেলে প্রবেশ করেন। এ সময় প্যান্ডেলে অবস্থানরত সকলে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। জাতীয় সঙ্গীত ও পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের পর প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পরে বিভিন্ন অনুষদের ডিনগণ ডিগ্রিধারীদেরকে চ্যান্সেলরের সামনে উপস্থিত করেন। প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে ডিগ্রি প্রদান করেন এবং তাদের কর্মকুশলতা, আচরণ ও চারিত্রিক গুণাবলিকে প্রাপ্ত ডিগ্রির উপযুক্ত প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এবারের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী ১০জন পিএইচডিসহ ২শ ৫৪ জন স্নাতকোত্তর ও ১ হাজার ৫শ ৬৬ জন স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারীকে সনদপত্র প্রদান করেন। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য ২০ জন ছাত্রকে বিভিন্ন স্বর্ণপদক এবং শিক্ষকতা ও গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৩ জন শিক্ষককে ড: রশীদ স্বর্ণপদক প্রদান করেন। শিক্ষকগণ হলেন ঃ পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী ও অধ্যাপক এম ফিরোজ আহম্মেদ এবং যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ওয়াহাজ উদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী বুয়েট দলের সদস্য মনিরুল, মুশতাক ও রুবাইয়াতকে ১ লাখ টাকা করে প্রদান করেন।

ডিগ্রি ও পদক প্রদানশেষে সমাবর্তন বক্তৃতা দেন সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল। এরপর একে একে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক নূরউদ্দীন আহমদ এবং চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, আমাদের জাতীয় উন্নয়নের ব্যাপারে অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হলেও আমি আশাবাদী। আমরা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা বিজয়ীর জাতি। আমরা সরকার গঠন করার পর জাতির জনকের আদর্শের আলোকে একটি ভিশন নিয়ে সুনির্দিষ্ট দিকদর্শন অনুযায়ী জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমাদের সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় দেশে পরিণত করেছে। জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার অঙ্গীকার থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছি। যার মধ্যে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় হবে সম্ভাবনাময় তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর। এ সবের সাথে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে গড়ে তুলব জাতির জনকের স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত 'সোনার বাংলা'। ২০২১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতি হিসেবে আমরা পালন করব স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। তিনি বলেন, বুয়েটের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা কারিকুলাম একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক প্রকৌশল শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। এখানকার পাঠ্যধারার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস বিশ্বের নব নব প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের সাথে যুক্ত। দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যবাহী ও মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি অর্জনকারীরা অধীত বিদ্যার সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্রতী হবেন—এটাই স্বাভাবিক।

ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক নূরউদ্দীন

প্রধানমন্ত্রী ঃ পৃঃ ২ কঃ ১